অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থ ভাগ { ২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল ৭ ইএপ্রেল ৮১ খৃঃঅব্দ {৮ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৪ চৈত্র বৃহস্পতিবার

আমরা নানা স্থান হইতে সম্বাদ পাইতেছি যে এবার ভারি সর্পের বৃদ্ধি।

মাল দহে কাজলি, জালিবাধ, গোপাল ভোগ, ও বৃন্দাবনী এই চারি রকম আম উত্তম। ইহার আম টাকা টাকা করিয়া বিক্রয় হয়।

সারসা ও গদখালি থানার অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে যে কতক গুলি বাদিয়া চৌর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়াছে। রাণাঘাট সবডিসনে সম্প্রতি ঘন ঘন চুরি হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে বোধ হইতেছে তাহারা সকলে না হউক কতক এই নদীয়াতে ভ্রমণ করিতেছে অত এব গৃহস্থেরা একটু সতর্ক থাকিবেন। বাদিয়া নানা ছদ্ম বেশে ভ্রমণ করে, বিশেষ অনুসন্ধান নাকরিয়া চুরি করেনা সুতরাং তাহারা সচরাচর বৈষ্ণব ও ফকিরের বেশেই ভিক্ষাচ্ছলে আসিয়া গৃহের অনেক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া যায়। দেখিতে অনেকের ভদ্রের ন্যায় শ্রী, লেখা পড়া শ্লোক শাস্ত্র অনেকে জানে এবং এই নিমিত্ত ভদ্র লোকের বেশ ধারণ করা ও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে বস্তুতঃ অনেক স্থলে তাহারা কায়স্থ ব্রাহ্মনের পরিচয় দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিয়া শুনিলে তাহাদের কথার উচ্চারণের কোন কোন বিশেষ লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সেই অনুসন্ধান দ্বারা তাহারা কেবল সহজে ধৃত হইতে পারে।

বলাগড়েতে গত বৎসর পৌষ মাসে দুইটী মনুষ্য খ্যাপা শৃগালের দংশনে প্রাণ ত্যাগ করে। আজ কয়েক দিন হইল সেখানে এক দিন একজন জালিয়ার একটী শিশু সন্তান হারায় এবং অনুসন্ধান দ্বারা দেখিল যে তাহাকে শৃগালে লইয়া অর্দ্ধেক আহার করিয়াছে। বলাগড়িয়ার নিকট সাহেব ডাঙ্গা গ্রামে এক দিন এক জন মুসলমানের স্ত্রী ও তাহার শাশুড়ী ঘাটে জল আনিতে যায়। তাহারা দেখিল তাহাদের নিকটে ওপার হইতে একটি শুকর পার হইয়া আসিতেছে। শাশুড়ী তাহাকে তাড়াদেয় এবং তাহার উপর সে অক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। বউ শশুড়ীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি ঢিল ফেলিয়া শুকরকে মারায় সে তাহার প্রতি অক্রমণ করিয়া তাহাকেও বধ করে। স্ত্রীটী গর্ভবতী ছিল সুতরাং এক মুহূর্ত্তে শুকর কর্ত্তৃক তিনটী প্রাণী নষ্ট হয়। বলাগড় ও সাহেব ডাঙ্গায় অত্যন্ত জঙ্গল এবং সেই নিমিত্ত এই সমুদয় উৎপাত ঘটনা হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয়রা ইহার প্রতি কেন একটু দৃষ্টি করেন না? আমরা শুনিলাম তাহারা একবার জঙ্গল কাটানের নিমিত্ত একখানি পরয়ানা দেন কিন্তু দুঃখী দরিদ্র প্রজারা পেটের দায়ে অস্থির সেখানে জঙ্গল কাটানের খরচ তাহাদের কোথা হইতে জুটিবে। এখানে সংগৃহীত চৌকিদারি ট্যাক্সের অনেক টাকা আমরা শুনিলাম উদ্বত্ত আছে। তাহার দ্বারা জঙ্গল পরিস্কার করিলে হয়।

এইরূপ রাষ্ট্র যে চাকদহে দুই খানি মালের গাড়ীতে টককর লাগিয়া একটী ট্রেনে ফাষ্ট ক্লাসের একখানি গাড়ীছিল উহা রেলের বাহিরা পড়ে এবং এই অবস্থায় গাড়ী কতক দূর গিয়া সৌভাগ্যক্রমে গাড়ী আপনি আবার লাইনে উঠে। ইহাতে কয়েক জন সাহেব ও মেম থাকেন তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। রেলয়য়ে কোম্পানিরা ইহার তদারক করেন কিন্তু সাক্ষ্য দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় নাই।

ফ্রেণ্ড একটী আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে স্কুল স্থাপনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট, যত ব্যয় লাগিবে তাহার ৩ ভাগের এক ভাগ দিবেন আর দুই ভাগ চাঁদার দ্বারা ও সেস করের দ্বারা তুলিতে হইবে। যদি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ পাইয়া থাকেন তবে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একটা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। যে সমুদায় বিভাগ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এডুকেশন বিভাগ একটী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার বলিয়াছেন যে এসমুদায় বিভাগে আর তাঁহারা হস্তক্ষেপণ করিবেন না তবে এরূপ নিয়ম করার তাৎপর্য্য কি? যদি এটা ভাবিয়া থাকেন যে তাহারা কর্তৃত্ব ছাড়িবেন না কেবল টাকা দিবেন না তবে এক প্রকার মন্দ নয়।

লবণের যুয়াচুরি না হয় এই নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র পোলিস আছে তাহাদের গত বৎসরের সংখ্যা এই। ৩ জন ইনস্পেক্টর, ৪ জন সব ইনস্পেক্টর, ৯৮ জন হেড কনেষ্টবল ও ৭০ জন কনেষ্টবল, আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্ট গবর্ণর লিখিয়া রাখিয়াছেন যে এ পোলিস হইতে ব্যয় অনেক কর্ত্তন হইতে পারে। ভরসা করি ক্যাম্বেল সাহেব সেই রূপ করিবেন।

উন্নতিশিল ব্রাহ্মেরা এত দিন পরে স্ত্রী লোকের স্বাধীনতা কার্য্যে পরিণত করিতে চলিলেন। তাঁহারা সে দিন অনেকটী স্ত্রী লোককে সঙ্গে করিয়া এসিয়াটিক মিউসিয়াম দেখিতে যান। সামাজিক বিজ্ঞান সভা দ্বারা একটা কাজ হইল। উক্ত সভায় স্ত্রীলোকের উন্নতি সম্বন্ধে কেশব বাবু একটী বক্তৃতা করেন ও সেই বক্তৃতা লইয়া তর্ক বিতর্ক হয়, তাহারি প্রথম ফল ব্রাহ্মিকা গণের বিশ্ব বিদ্যালয়ের সভায় ও তাহার পরে মিউসিয়ামে গমন। যাহা হউক এত দিন পরে ব্রাহ্মিকা গণ স্বাধীনতা পাইতে চলিলেন, কিন্তু কথা হইতেছে এই সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভদ্র মহিলারা স্বাধীনতা পাইবেন কি না। ব্রাহ্মিকারা পথ দেখাইলেন সন্দেহ নাই কিন্তু সেই পথে কি দেশীয় অন্য ভদ্র লোকের আলা গণ গমন করিবে? আমাদের বোধ হয় ব্রাহ্মদিগের এই সাহসিক কার্য্যের ফল হিন্দু সমাজে কিঞ্চিত মাত্রও প্রত্যক্ষা ভূত হইবে না। ব্রাহ্মেরা ফল দেখেন না, তাহারা ফল দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করেন না, ভাল মন্দ বিচারের তাহাদের অন্য পরীক্ষা আছে। ও যেটী তাঁহারা সেই পরীক্ষার দ্বারা ভাল বুঝেন তাহারা সেইটী অবলম্বন করেন ইহাতে দেশের কি নিজের মহা অনিষ্ট হইলেও তাহারা উহা পরিত্যাগ করেননা। এই নিমিত্ত তাহারা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দেশীয় খৃষ্টিয়ান দিগের ন্যায় এই রূপে ক্রমে হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য একে বারে লোপ হইয়াছে।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

মৎস্য॥

আমরা বারম্বার লিখিয়াছি যে আমাদের দেশ হইতে ক্রমে মৎস্য সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। গবাদির মরকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ও গবর্ণমেণ্ট উহা নিবারণ করিতে পারুন না পারুন, নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, সেও যথেষ্ট। কিন্তু গবাদির মরক যেরূপ ক্ষতি জনক মৎসের সংখ্যা হ্রাস হওয়াও সেই রূপ একটী বিপদ তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের আর্ত্তনাদ গবর্ণমেণ্ট কর্ণ কুহরে প্রবেশ না করুক কিন্তু অন্যান্য সম্পদক গণের এই বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। মৎস্য যে ক্রমে কমিতেছে ও মৎস্য সংখ্যা কমিয়া গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ, ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার যায়েন না, তবে সকলে এরূপ ঔদাস্য কেন করেন! আমাদের গবর্ণমেণ্ট কিছু বধির, সকলে একটু চেচাইয়া কথা বলিলে হয়, তাহা হইলেই তাহার শ্রবণ করা সম্ভব। উড়িস্যায় খাল খনন করায় মৎস্য দিগের গতি রোধ হয়, এবং উড়িয়া দিগের মৎস্যের অভাবে বড় কষ্ট হয়, পরে ডাক্তার ডের পরামর্শেনুসারে খালের গেট করায় এখন আবার মৎস্যের কথক সচ্ছলতা হইয়াছে কিন্তু তবু বাঙ্গলা অপেক্ষা উড়িষ্যায় মৎস্যের অভাব। বাঙ্গলার পুর্ব্বাঞ্চলে মৎস্য অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় ও যত পশ্চিমে আইস তত মৎস্যের টানাটানি। মৎস্য যে কেন কমিতেছে, তাহার কি কি কারণ তাহা এখন নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে ইহার সর্ব্ব প্রধান কারণ যে মৎস্যের ছানা নষ্ট করা তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশে মৎস্যের ছানা অতি যত্নের সহিত পালিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে সে বোধ অদ্যাপী হয় নাই। ক্রমে যত মৎসের টানাটানি হইবে তত বোধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে তত লাভ হইবে না। একবার টানাটানি আরম্ভ হইলে যে রূপ আবার সুপ্রতুল হয়য়া দুস্কর সেই রূপ যত মৎস্যের অভাব হইতেছে তত ধীবরেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য লইয়া টানটানি করিতেছে। অগ্রে যে সমুদয় মৎস্যের ছানা ক্ষুদ্র বলিয়া ফেলিয়া দিত এখন জালিয়ারা জীবনোপায়ের নিমিত্ত তাহাই ধরিতেছে ও প্রকারান্তরে মৎসের অপ্রতুলতার সহায়তা করিতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের এই সময় একটা ভাল উপায় করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট মৎস্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সমুদয় দেশে মাংসই সর্ব্ব প্রধান আহার, মৎস্য আনুসঙ্গিক রূপে ব্যবহায্য হয়। সেখানে আমাদের দেশে যেখানে মৎস্য নইলে একেকালে চলেনা গবর্ণমেণ্টের এরূপ ঔদাস্য দেখান কর্ত্তব্য নয়। আমরা ভরসা করি অন্যান্য সম্পাদক গণ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এক্ষণ মৎস্য যে ক্রমে কমিতেছে তাহার নিবারণের উপায় দেখা যাউক। মন্দ্রজ গবর্ণমেণ্ট জল কর লইয়া থাকেন, ইহাতে নাকি যাহারা ইজেরা লয় তাহারা যত্ন করিয়া নিজের লাভের নিমিত্ত মৎস্য রক্ষা করিয়া থাকে ও এই নিমিত্ত সেখানে মৎস্য কমিতেছেনা। কিন্তু আমরা উহা বিশ্বাস করিতে পারিনা। মৎস্য বৎসর বৎসর সমুদ্র যয় ও ডিম্ব প্রসব করিবার নিমিত্ত নদী উজাইয়া আইসে। আবার এই ডিম্ব ফুটিলে মৎস্য শাবক সমুদ্রে গমন করে। যদি যে নদীতে যে মৎস্য ছানা জন্মে তাহারা বড় হইয়া আবার ঠিক সেই নদীতে আইসে তবে এরূপ জলকর লইয়া এক জন লোককে একটী নদী ইজারা দিলে তাহার মৎস্য শাবক রক্ষা করিবার যত্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ইলসা মাছ কি হাঁকর (যাহাকে কামট বলে) সকল বার নদীতে আইসেনা। কোন কোন নদীতে কোন কোন বার এক জাতীয় মৎস্য মোটে পাওয়া যায়না, আবার এক বৎসর সেই মৎস্য বহুতর উপস্থিত হয়। এসমুদায় দেখিলে স্পষ্ট টের পাওয়া যয় সমুদ্রে মৎস্য নদী হইতে গেলে তাহারা ঠিক আবার সেই নদীতেই ফিরিয়া আইসে না। আবার যে ব্যক্তি ইজারা লইবে সে কিছু নিজে মৎস্য ধরিবে না, যে সমুদায় জালিয়ারা হাতে মাছ ধরিবে তাহাদের নিবারণ করিবারা উপায় কি? স্থুল কথা বাঙ্গালা মান্দ্রাজের পদ্ধতি প্রচলন করিবার চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট কৃত কার্য্য হইতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় উপায় এই যে আইন করিয়া জালের ফুটার পরিমাণ করিয়া দেওয়া। ইহা অপেক্ষা জালের ফুটা ছোট করিতে পারিবেনা এরূপ নিয়ম করিলে ধীবরেরা আর মৎস্যের ছানা ধরিতে পারিবেনা। কিন্তু ইহার একটী মস্ত আপত্তি এই যে লোকে বৃহত মাছ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মাছের উপর অধিক নির্ভর করে সুতরাং বৃহত মৎস্যের ছানা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ছোট মৎস্য হইতে লোক দিগকে বঞ্চিত করিতে হয়। রোহিত মৎস্য আমাদের দেশে সর্ব্ব প্রধান মৎস্য কিন্তু জালের ফুটা বড় করিয়া রোহিতের ছানা রক্ষা করিতে হইলে পুটী, খয়রা প্রভৃতি কতক গুলি মৎস্য যাহার উপর কোটী কোটী লোকে নির্ভর করে, তাহাও সেই সঙ্গে বাচিয়া যায়।

তৃতীয় উপায়টী এই মৎস্যের ছানা ডিম্ব হইতে ফুটিয়া সমুদ্রে যাওয়া পর্য্যন্ত মাছ ধরা বন্দ করিয়া দেওয়া। ইহাতেও কয়কটী গুরুতর আপত্তি আছে। লোকে মহা বিরক্ত হইবে ও মহা গণ্ডগোল করিবে। আর একটী আপত্তি এই যে মৎস্যে শুদ্ধ এক সময় ডিম্ব প্রসব করে না। কোন মৎ বৈসাখ মাসে কোন মৎস্যে আষড় মাসে ডিম্ব প্রসব করে। আবার কোন মৎস্যে বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার ডিম্ব পাড়ায়। সুতরাং ছানার সমুদ্র যাওয়া পর্য্যন্ত মাছ ধরা বন্দ করিতে হইলে প্রায় ৮।৯ মাস মছ ধরা বন্দ করিয় দিতে হয়। ইহাতে লোকের ঘোর আপত্তি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু এই তৃতীয় উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, আর এই উপায়টী উপরিউক্তি দুইটী অপেক্ষা ভাল। তাহা আমরা সময়ান্তরে দেখাইব।

রাজস্ব বিভাগ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট॥

আমরা বারম্বার দেখাইয়াছি যে ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে বৎসর বৎসর প্রকারান্তরে কত শোষণ করিতেছেন। সম্প্রতি একোনমিষ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসর বৎসর কত টাকা লইয়া থাকেন তাহার একটা হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাব সংগ্রহ করিতে তিনি যেরূপ বিদ্যা খরচ, সেই রূপ আবার পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু একোনমিষ্টের সম্পাদক নাইট সাহেবের বাঙ্গলার উপর কিছু অনুগ্রহ কম, সুতরাং তিনি যদিও নিঃপেক্ষ হইয়া হিসাবটী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তবু বাঙ্গালার হিসাব করিতে গিয়া উহার উপর অন্যায় করিয়াছেন। নাইট সাহেব এই রূপে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের ১৮৬২ সাল হইতে ৬৯ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের আয় ব্যয় দিয়াছেন। বাঙ্গালার হিসাব এই। ৬২ সাল হইতে ৬৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে ৩১ কোটী টাকা ভুমির কর আদায় হইয়াছে ও স্থানীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত ২৬ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে সুতরাং এই ৮ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া ৫ কোটী টাকা লইয়াছেন। অযোধ্যার তিনি এই রূপ হিসাব দিয়াছেন। ভুমির কর ৯ কোটী ও স্থানীয় ব্যয় ৫ কোটী উদ্বর্ত্ত ৪ কোটী ও ৮ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট এই টাকাটী লইয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এই কয়েক বৎসরের ভুমির কর ৩৩ কোটী ব্যয় ১৮ কোটী ও উদ্বর্ত্ত ১৫ কোটী। বোম্বাইর এই ৮ বৎসরের ভুমির কর ২৭ কোটী ব্যয় ২৯ কোটী সুতরাং এই কয়েক বৎসরে বোম্বাই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ২ কোটি টাকা লইয়াছেন। পঞ্জাবের ভুমির কর ১৫ কোটী, ব্যয় ১৩।।০ কোটী ও উদ্বর্ত্ত

১॥০ কোটী। মধ্য প্রদেশে আয় ৪ কোটি, ব্যয় ৫॥৵ কোটি অতএব লোকসান ১॥ কোটী এই সমুদয় হিসাব দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে এই ৮ বৎসরে প্রত্যেক মনুষ্য গড়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এত দিয়াছে।

বাঙ্গালা	১।/১০
পঞ্জাব	৸৶
অযোধ্যা	৬।৶
মান্দ্রাজ	২৸/
উত্তর পশ্চিম	৫,
মধ্যপ্রদেশ	অনটন
বম্বে	অনটন

এই হিসাবটিতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সুবিচার। এক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়া কোন দেশ নিজের সমুদায় ব্যয় কুলাইয়া মনুষ্য প্রতি ৭ টাকা প্রধান গবর্ণমেণ্টের মুখে যোগাইতেছে কেহ বা আবার সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিজের ব্যয় কুলাইতে না পারিয়া টাকা লইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা ১৶১০ আনায় ঢের বেশী দিয়া থাকেন তাহা অগ্রে দেখাই পরে অন্য কথা। প্রথমত বাঙ্গালায় লবণের শুল্ক যত এত আর কোন দেশে নাই। লবণের শুল্ক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং লইয়া থাকেন কিন্তু এটা আমাদের হিসাবের মধ্যে নাইট সাহেব ধরেন নাই। যদি ইহার নিরাকারণ করিতে পারিতাম তবে আমরা এই বাবদে বাঙ্গালার কত আয় ঠিক কত তাহা দেখাইয়া দিতাম। অপর বাঙ্গালায় অহিফেণ বাবদে গবর্ণমেণ্ট এই ৮ বৎসরে ব্যয় বাদে ৩০ কোটী টাকা লইয়াছেন. এটী সম্পূর্ণ বাঙ্গলায় আয়। তাহা ধরিতে হইলে বাঙ্গলা হইতে গবর্ণমেণ্ট এই কয়েক বৎসরে অন্যূন ৩৫ কোটী টাকা লইয়াছেন, ইহার পরে লবণের শুল্ক ধরিতে হইবে কিন্তু তাহা বাদ দিলেও নাইট সাহেব যে নিয়মে হিসাব দিয়াছেন তাহা এই রূপ দাঁড়ায়।

বাঙ্গলা	৯৶১৲
অযোধ্যা	৬।৶৹

ইত্যাদি। সুতরাং বাঙ্গলার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচার হয়। সে যাহা হউক কেবল বোম্বাই ও মধ্যে প্রদেশ ব্যতীত আর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই নিজ প্রয়োজনীয় প্রায় সমুদয় ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কিছু কিছু দিয়া থাকেন, সেখানে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া গেলেই ত আমাদের নিজের সেগুলি থাকে। এই হিসাবটি দেখিলে সিন্ধুবাদের বৃদ্ধ মনুষ্যটীর কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধটীকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে হবে, একটু শিথিল্য করিলে পদাঘাত করিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা ভরসা করি অচিরাৎ উহার নিপাত হইবে হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারির হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইবে।

The following account we have received from Krishnagore:—

The long-talked of *Kristocoomare* act came off with great *eclat* night before last [20th March] The neat theatre which was got up for the occassion was brilliantly lighted up with numerous chandaleirs and chandalaberas. A first-rate concert and a band were procured from Calcutta. The scenes were best of their kind. The actors acquitted themselves creditably, especially those who acted the part of ladies. Highest credit is due to the gentleman who acted the part of *Modonica*. The audience was sprinkled with rose water which mitigated the heat of the Evening; betels were also freely distributed.

We congratulate the students of the Krishnagore College on their suceess, but we must protest against this uselss waste of money, time, talent and energy. Manliness is what we most want, and we would be delighted to see the young men establish a gymnasium rather than a theatre. We do not at present want the polish of the French, but the boorishness of the Prussians.

The new daily the *Indian Tribune* has just come to hand. It is something like a broadsheet neatly and cleverly got up. We have read with pleasure some of the articles and we believe the daily will shortly attract general attention. Equal in size with the *Mirror* and cheaper in price it has yet one greater advantage over its rival. The *Mirror* is a party paper but the *Tribune* at least need not be one. We have thus 4 dailies got up in Calcutta within 2 or 3 months, one Bengallee and 3 English. We have also received a well conducted one pice weekly from Dacca called the *Hitakoree*. These cheap Journals bring to one's mind the illiberal arrangement of the Government as regards the Newspaper Postage. A one pice daily costs Rs 5½ but to enjoy the luxury the public must pay 5 times its prime cost to Government. This is clearly a tax upon knowledge a heavy and a barborous tax. Now that the country has been deluded with Newspapers Government need not fear any loss by this concession.

GOOD MANNERS—We are given to understand that a circular has been issued by the Director of Public Instruction based upon a letter from the Officiating Secretary to the Government of Bengal complaining of the sad want of civility on the part of educated young men and students of schools and colleges to their superiors, Europeans and Natives. Here is a novel charge amongst many others against the Natives of Bengal. Macaulay commenced the list of charges and it seems the list is not yet completed. Let us see, Macaulay charges the Natives with forgery, perjury cunning and cruelty. That was when Englishmen had only commenced to govern Bengal. Then we were taught in the govt. schools in the geography of Clift that the Bengallies were faithless, coward, perfidious and avaricious. Mr Marshman in his History of India adopted by the University Senate as a text book styles the people of India "amorous" Dr Chevers in his late work attempts to prove that the Indians are the most criminal nation on the face of the earth. And now we are told that the educated Natives are very uncivil. We have given only few items of the grand list which the Englishmen in a true Christion spirit have been preparing since their advent for the edification of the Natives, and we wonder how the Natives with such depravity could so long exist as a Nation. But whatever opinions private individuals might hold, it is very strange that a Government should thus hazard an opinion upon the character of a Nation entrusted to its care when it has no statistics to prove it. Here is an assertion made that the educated Natives are uncivil, but where is the proof? It cannot be proved by Blue books nor by any test examination. The very nature of the charge precludes the possibility of its being proved. It was then simply the opinion of an individual, or two individuals upon which the Government of Bengal acted and issued the Circular. It is not necessary to discuss here whether the assertion is true or false, for we cannot prove it false as those who make it cannot prove it true, but when an individual charges another with incivility, we can come but to one of these conclusions; that the individual charged is actually uncivil, or the individual who charges is haughty and tries to exact too much. When an Anglo-Saxon charges an Asiatic with incivility the probability is that it was the Saxon who sinned. When an English man does it the probability becomes greater. But when an Englishman brings such a charge against the Natives of India, the probability almost reaches the stage of certainty. There was impudence in the assertion recently made by an Englishman that England has become a milch cow of India, there was a geater degree of impudence in the assertion that Natives have greater faith in European than Native Judges, but for Englishmen to claim credit for being civil to the Natives and to charge the Natives with uncivility crowns all.

But after all Government means well and politeness is a very good thing. We have however a counter charge to make. We have now to bring a charge on the part of the Natives against European Civillians, who treat the Natives rather haughtily. Will our Government be pleased to issue a Circular to the Divisional

Commissioners instruct to their subordinates to be more civil to Natives? Uncivil educated Natives can harm nobody but themselves, for the fool who offends the European, the fountain from which alone springs wealth and honor, looses all prospects of life, but incivility in a European has a political significance. It reminds the Natives of their abject condition and helps to make British Government unpopular in India. Government has been moved by a European to issue a circular to the Director of Public Instruction, will Government be pleased tc issue a similar one to Divisional Commissioners ? The people have been loudly demanding it from a long time ? If Europeans have ever actually suffered incivillity fron a Native we regret it but we think if the Europeans had remembered the golden maxim this would have not occurred. Do to Natives what you would the Natives should do to you. Be civil yourself and you shall find the Natives civil also.

OUR OWN BUDGET—The speech of the Lieutenant governor was not properly a Bud get speech, but rather an exposition of the difficulties under which he has been placed by the December Resolution. Lord Mayo would view with the greatest apprehension any increase of Revenue, and Mr Campbell provedthe Resolution have made additional taxes an absolute necessity. It is very queer that the two Rulers should give the lie to each other, for in effect they do nothing else. Lord Mayo and his Councillors such as Messrs. Temple, Strachey and Ellis made an attempt to take credit for their liberality, and Mr Campbell proved by his speech what the public had so often said that the scheme was framed to force the local Governments to impose additional taxation. He said that the expenditure in the Departments made over to the local Governments was in 1868-69, £1,800,615, in 69-70 £1,610,580, in 1870-71, £1,540,000 and the assignment under the december resolution £1, 430,424. But let us put them close together.

In 1868-69	£1,800,615
1869-70	£1,610,580
70-71	£1,540,000
assignment	£1,430,424.

The public can judge for themselves as to the object of the scheme from these figures alone. The Imperial Government could not manage without £1,540,000 in the worst year of thc crisis but the Subordinate Governments must do the same work with £1, 430,000 or 10 lacs less, and be extremely thankful. The expenditure for the last year for the departments and the grants made under the Resolution may be thus shown.

Departments	1870-71	assignment
Jails	£270,000	£205,700
Police	£545,500	£524,000
Education	£240.000	£220,000
Medical	£91800	£84500

Thus a deficit is inevitable, but then again these are all growing departments. Efficiency must not be sacrificed to economy and however desirous we are for retrenchments there must be a limit to it. While the Jails of Bengal loudly demand reform it is not possible neither desirable to scrape money at the sacrifice of the little enjoyment which the wretched prisoners have. To expect retrenchment in the Education Department, the pet Department of the Natives is out of the question. Registration ought not to be made a source of Revenue, how is then this deficit to made up ? The speech shows clearly the defficulty in which the poor Lieutenant Governor has been placed and it shows also the character of the man. Was it not the Indian Press which opposed the nomination of Mr Campbell on the ground that he was hopelessly obstinate ? We regret we foolishly joined in the cry. It he is any thing he is not at least obstinate. His speech unmistakeably shows that he has no desire to rule dictatorially. Always opposed to a salt tax and which in Bengal is oppressively heavy he expressed himself strongly against it. He said that he would rather cut off a finger than impose a duty upon salt but Messrs. Eden, Robinson, and Babu Degambar immediately softened him by their sage remarks. This certainly shows no obstinacy. In short his speech showed that his views are broad and original, and so far from being dictatorial he has the greatest wish to carry along the people with him. This is very very cheering and the public ought to show their appreciation of this confidence by laying aside all opposition and supporting him with all their might. The Imperial Government, always jealous of Bengal has deliberately placed the chief Ruler of the Province in great straights, the chief Ruler confides the public with the difficulty of his position and seeks their help and and all sorts of opposition now must be put aside. Let us see how the case stands; there is clearly a deficit which must be made up. We believe that retrenchment is possible and that almost in every Department. Let all the heads of these Departments Commissioners, Directors, Magistrates come forward with their plans of retrenchment. If all Public Servants, and the public generally come forward with their help, and a rigid economy be enforced, we doubt not much may be done but if that does not suffice to meet all our wants we must be taxed. A tax must be inposed and we ought to pay it cheerfully. But before doing it we trust Mr Campbell will have the good sense to convince the Public, that he did his best to evade the imposition of additional taxes.

THE OPPRESSIVE TAX !—When Mr Campbell proposed a license tax for the rich, a tax on servants, equipages, he proved that he has sympathy tor the poor. When His Honor spoke strongly against a salt tax, he pleaded for the poor who already pay 800 per cent on account of a necessary. A duty upon salt has been proposed by the Members of the local council and we doubt not many of our countrymen approve of the proposal. But a tax upon salt is *prima facie* inequitable and emphatically a tax of the poor. We must pause before making such a proposal. The dumb millions have no other advocates than the educated Natives and the educated Natives ought to proceed therefore with great caution. Now they have proposed a salt tax which is undoubtedly an inequitable tax how would they like to have an Income or a License tax ? That intelligent and shrewd body, the British Indian Association have at last seen the truth that the Natives have very little to do with the Income tax, we hope by and bye all our countrymen will come to the same opinion. A fog has blinded our countrymen but we think the sun is rising. An infatuation has taken possession of our countrymen, but we hope the lucid moment is approaching. An income tax oppresses the people, but let us closely grapple with the monster. There are 40 millions of people in Bengal let us see how many paid the tax.

clas I	144,952	from 500 to 1000
„ II	23,457	from 1000 to 2000
„ III	16,043	from 2000 to 10000
„ IV	2,256	from 10000 to a lac
„ V	129	from a lac upwads.

Thus the total number assessed excluding the govt. officials was 189,877. This clearly shows that if the Income tax actually pressed upon the people, its pressure was confined to 4 or 5 in a thousand. By the Income tax we save 996 persons and sacrifice 4 only, it is nothing but madness to call such a tax "hateful" "odious" and so forth. But we have yet to make some deductions from the said 4. We believe it will not be asserted that persons who have been assessed in classes 3 rd 4 th, and 5th, that is persons with incomes from 2000 to a lac or upwards do suffer much from the tax. We can deduct these 18 thousand from the total number of persons assessed, But we can make a still further deduction. If the persons assessed in the first and second classes 15 thousand were assessed in Calcutta alone and there people suffered very little oppression if they suffered at all. The number of persons who may be said to have suffered any oppression is thus reduced to 156,000. But we have included in the list the persons who were assessed in the 2nd clss and their number is 26,000. This number may be fairly deducted also, but we have chosen to includ

them to give every advantage to those who cry down the tax. The tax then presses heavily upon 156,000 prsons. But Mr. Temple has exempted incomes below 750 Rs, this will save about 100000 people. Thus then the Income tax presses this year upon

56,000 persons only ! !

We said we have 40 millions of people in Bengal and the Income tax will tell upon 7 persons in 5,000. Let us be reasonable. We have been fools long enough, this insanity must cease. We have seen with sorrow respectable and intelligent Journals crying down this equitable tax most thoughtlessly. We have made ourselves hoarse by echoing the cries of the Europeans let us look to our own interest. The British Indian Association, the only body whose interest it is to oppose the tax, have most unselfishly declared that the Natives have very little to do with the tax, but let us all follow their example. The famished, indebted, rack-rented Ryot can bear no further taxes. He pays the land revenue which is about half of the whole revenue ot the Empire. He pays 800 per cent for salt, he pays the choukeedars, he pays the export duties and a part of the import duties and what more would you have from him ? Let the rich take upon themselves the brunt of this deficit which the Imperial Government have forced upon our Lieutenant Gevernor. A License tax upon the rich may for the presant suffice to cover the deficit, as the cost of collection will be nothing and we hope our countrymen will counsel Mr Campbell to tax the rich and not to increase the duty upon salt.

অবৈধ সভা।

আমাদের দণ্ড বিধি আইন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ন্যায় শাস্ত্রের সুত্র অবলম্বন পুর্ব্বক রচিত হইয়াছে। কিন্তু মানসিক প্রকৃতি কি দুরবগাহ, উহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ, ও পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যতা ও যৌক্তিকতায় জড়িত যে এই দণ্ডবিধির ধারা বিশেষের অর্থ করিতে গেলেও সেই সমালোচনা বৃহৎ গ্রন্থাকার ধারণ করে। ১৪৩ ধারার যে অবৈধ জনতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার মুল এই যে পাঁচ কিম্বা তদধিক ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করার অভিপ্রায়ে সম্মিলীত হইলে অবৈধ জনতা রূপে খ্যাত হইবে। অন্যায় কার্য্য কাহাকে বলে? প্রসঙ্গিত আইনে তাহার যে কিঞ্চিত বর্ণনা আছে তাহাতে মুল কিছুই পরিস্কার বুঝা যায় না। ফলে এটি একটি স্থুল কথা যে সৎ কার্য্য করিবার অধিকার সকলেরই আছে। যদি কেহ স্বীয় অর্থ কাহাকে দান করিতে চাহেন তাহা অবশ্য পারেন, যদি কেহ কাহাকে সদুপদেশ দিতে চাহেন অবশ্য তাহার অধিকার আছে। এই রূপ সকল সৎকার্য্যের জন্য একাধিক কিম্বা পঞ্চাধিক ব্যক্তি সম্মিলীত হয়েন তাহাতে একাধিক যত্ন অপেক্ষা অধিক শ্লাঘার বিষয়। এই রূপে সুরাপান নিবারণী সভা, পশু প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণী সভা, জ্ঞানোন্নতি সভা, স্ত্রীশিক্ষা সাধক-সভা ইত্যাদি অনেক সভা সময়ে স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এসকল ভিন্ন অনেক ব্যক্তির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের ঐক্য থাকায় এবং উপাসনাদি পারকালিক অনুষ্ঠানের জন্য সভা স্থাপনত সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে সকল বিষয় সকলের ক্ষতি বৃদ্ধি আছে এরূপ বিষয়ের মীমাংসা ও পরামর্শ করার জন্য অনেক সভা হইয়া থাকে। এসমস্ত সভায় রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হয়। ইনকম ট্যাকস কমানের জন্য সদুপায় অবলম্বনের অভিপ্রায়ে যদি কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় সে শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এসমস্ত প্রণালীর সভা ভিন্ন আজ কাল আমরা নূতন আর এক প্রকার সভা দেখিতে পাইতেছি। এসভার উদ্দেশ্য মতান্তরাবলম্বী ব্যক্তি গণের অবমাননা করা ও কুৎসা করা। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যত দুর আইসে তাহাতে এরূপউদ্দেশ্য নিসন্দেহ অবৈধ। রাজকীয় কোনপদোপলক্ষে কিম্বা সর্ব্ব সাধারনের স্বাভাবিক রূপে যে সমস্ত কার্য্য করা যায় সে সমস্তের চর্চ্চা করার অধিকার সকল ব্যক্তিরই আছে। কিন্তু অমুক কোন ব্যক্তি কিরূপে পা ফেলে কি রূপে আহার করে কি রূপে শয়ন করে এরূপ কথার আলোচনা করিয়া ব্যক্তি বিশেষ লইয়া আমোদ করিয়া তাহাদের মান ও খ্যাতির হানি করা জ্ঞানোন্নত কোন জাতিতেই প্রচলিত নাই। ইংলণ্ডে বোধ হয় এরূপ করিলে পিস্তল ঝাড়া ঝাড়ি নিশ্চিত হয়। ঈশ্বর জ্ঞান ও সত্য মতাবলম্বন সম্বন্ধে প্রতি ব্যক্তির ঈশ্বরের নিকট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জবাবদিহি। সে জন্য কোন লোকের ফল মূলে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। ইংরাজ গবর্নমেণ্ট প্রতি ব্যক্তিকে চিন্তা বিষয় ও আত্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তদ রক্ষার্থে বিহিত উপায় স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্নমেণ্টের আবির্ভাব হইতে আমাদের সনাতন হিন্দু জাতির রিতি নীতির ক্রমে ধ্বংশ হইতে দেখা যাইতেছে ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় বিষয় নাই। বেদব্যাস, বাল্মীক, পরাসর প্রভৃতি মুনি গণের প্রণীত চিত্তোৎকর্ষণী গম্ভীর মত সম্ভবত আধুনীক ইংরাজ জাতীর পাতলা চিন্তা মুলক কার্য্যকলাপে ঢাকিয়া ফেলিবে এ কথা একবার মনে করিতেও অশ্রুপাতিত হয়। আমাদের হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা জ্ঞান চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা সমস্ত ভুমণ্ডলকে দেখান যে তাহারা একমাত্র ইউরোপীয় গ্রন্থাদির আশ্রয় ভিন্নও জ্ঞান চর্চ্চায় বিসারদ হইতে পারেন। এবং ইউরোপীয় ধর্ম্ম জ্ঞানের দীক্ষা না লইয়া অনেকে ইংরাজ অপেক্ষা সাধু জীবন অবলম্বন করিতে পারেন। তাহারা গৌতম প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রবিৎ মহাত্মা দিগকে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া হ্যামিলেটন মিল প্রভৃতিকে পরাজয় করুন, তাহারা কালিদাসের কবিত্ব মধু পান করিয়া সেকসপেয়ারের একাধিপত্যের খর্ব্বতা করুন, তাহারা শঙ্করাচার্য্যের ছাত্র হইয়া নিউটনের সহিত তর্ক করুন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে সুধীর, বিজ্ঞ, প্রাচীন হিন্দু মহাশয়রা নব্য সম্প্রদায়স্থ যুবক

এই অভিপ্রায়ে তাহারা অর্থ ব্যয় করুন, সভা করুন, বক্তৃতা করুন ও উপদেশ দিউন। রাজসাহী একটী হিন্দু সমাজ আছে তাহাতে সেখানকার অনেক সদাশয়, বহুদর্শী ব্যক্তি গণ প্রধান উৎসাহী। আমরা ভরসা করি যে তাহারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের যত্ন করিতেছেন। আর হিন্দু সমাজে শাস্ত্র বিরুদ্ধে যে সমস্ত ভয়ানক অনিষ্টকর কুপ্রথা সমস্ত প্রচলিত হইয়াছে কলিকাতার সনাতন হিন্দু সভার ন্যায় সেই সমস্ত দূরীকরণের চেষ্টা করিবেন। বিধবা বিবাহ, কন্যা বিক্রয় প্রভৃতি সামাজিক অত্যাচারে হিন্দুসমাজ দগ্ধ হইতেছে। সনাতন হিন্দু সমাজ সে সকলের প্রতি দৃষ্টি না করিলে আর কে করিবে? আমরা পরম্পরা শুনিয়াছি যে তাহারা তাহাদিগের অবলম্বিত মহৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ সামান্য বিষয় লইয়া সময় ক্ষেপণ করিতে চাহেন। এরূপ হইলে রাজসাহী ধর্ম্ম সভার জন সমাজে অনেক খ্যাতির হ্রাস হইবে। ব্যক্তি বিশেষের স্বীয় ২ প্রয়োজনগত আচার ব্যবহার আলোচনা স্থান প্রকাশ্য সভা নহে। আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি এরূপ আলোচনা প্রকাশ্য সভার পক্ষে অবৈধ বলিয়া বোধ হয়।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু কালী কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা, ৭৭ সালের পৌষের শেষ	৮
বাবু ভবানী প্রসাদ চক্রবর্ত্তি, বহরম পুর, ৭৮ সালের শ্রাবণ	৮
বাবু বগলা কান্ত মজুমদার, শোদপুর, ৭৬ সালের চৈত্র	৮
বাবু দ্বারিকা নাথ ঘোষ, বড়পেটা, আসাম, ৭৮ সালের মাঘ	১৬
বাবু সুর্য্যকান্ত বসু, ধান পোড়া যশোহর, ৭৭ সালের শেষ	৭
বাবু কালী কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর, ৭৮ সালের ফাল্গুন ...., ...	৮
বাবু দুর্গা দাস সেন, সিমুলিয়া, ৭৫ সালের চৈত্রের শেষ	১০
বাবু যামিনী নাথ চক্রবর্ত্তি, বড়পেটা আসাম ৭৮ সালের পৌষ	৮
বাবু দুর্গা দাস মুখোপাধ্যায়, খন্দেশ, ৭৮ সালের বৈশাখ	৬
বাবু কৈলাস চন্দ্র সাহা, বহরমপুর, ৭৮ সালের ফাল্গুন	৮
বাবু উত্তম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধান্দয়া, হিসাব শেষ	৩
বাবু বিশ্ব দেব বসু, সেক্রেটারি রিডিংক্লব কর্নেল গঞ্জ, আলাহাবাদ, ৭৮ সালের মাঘ	৮
বাবু কামাখ্যা চরণ বসু, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের অগ্রহায়ণ	৬
বাবু নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়, কাশ্মীর, ৭৮ সালের কার্ত্তিক	৮

সংবাদ।

—খাণ্ডোয়ারের সিবিল সার্জ্জন এক জন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রোগীকে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য করিয়াছেন॥ উক্ত রোগাক্রান্ত জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু দ বোম্বাই হইতে আসিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বলিল যে তাহার বন্ধু বান্ধব গণ তাহাকে সমাজ চ্যুত করিয়াছে, এবং অনন্যোপায় হইয়া সে এক খানি কুটীরে বাস করিতেছে॥ তখন তাহার বর্ণ সম্পূর্ন রূপে গোলাপী হইয়াছিল॥ ডাক্তার তখনি তাহাকে গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া দিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ হিন্দুদার আশ্চর্য্য প্রতিকার হইল॥ তৎপরে তাহার শরীরে কার্বলিক এসিড এবং তৈল মর্দ্দন করিলে সে এত দুর প্রতিকার লাভ করিল যে সে পরে সাত দিনের মধ্যে বাড়ী

যাইব বলিয়া পত্র লিখিল, এমনি কি শুদ্ধ গরম জলও শাবান দ্বারা শরীর ধৌত এবং কার্বলিক এসিড এবং তৈল মর্দ্দন করায় সে এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে ॥

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মান্দ্রাজের ভাবি গবর্ণর হইবেন।

—এবৎসর মান্দ্রাজ ইউনিভর্সিটী হইতে তেত্রিশ জন বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ॥ তন্মধ্যে ২২ জন দ্বিতীয় এবং এগার জন তৃতীয় শ্রেণীতে ॥ এতদ্ব্যতীত তথায় এক জন বি, এল, এক জন এম, এল, এবং এক জন এম, বি হইয়াছেন।

—কাম্ব্রিজ ইউনিভর্সিটীতে স্ত্রীলোক দিগকে যে বক্তৃতা দেওয়া হয় তদুপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হয় ॥ ১৫১ খান টিকেট বিক্রি হইয়াছে এবং উপস্থিত স্ত্রীলোক দিগের সংখ্যা গড়ে প্রায় এক শতের উপর পড়িয়াছিল ॥

—গত বুধবারে এক জন স্ত্রীলোক কোন একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল ইহার মধ্যে নিকটবর্ত্তি বাড়ী হইতে তাহার দিকে কে বন্দুক ছুড়িল ॥ তাহার ভাগ্য ক্রমে বন্দুকের গুলি হাড়ের ভিতর প্রবেশ করে নাই, শুদ্ধ মাংশের উপর আঘাত করে ॥ এ মকর্দ্দমাটি অনেক যত্ন করিয়া চুপ চাপ করিয়া দিয়াছে ॥ এ এক প্রকার আমোদ মন্দ নয়।

—সাত জন লোক সহ এক খানি চীন দেশীয় জাহাজ অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পণ্ডিচারিতে ভাসিয়া যায় ॥ এই জাহাজ খানি রেঙ্গুন হইতে টামিসায়ে যাইতে ছিল ॥ কিন্তু ঝড় আসাতে সেখানি ভাসিয়া এক দিকে যায় ॥ পরে একুশ দিন পর্য্যন্ত জলের উপর ভাসিয়া অবশেষে পণ্ডিচারিতে লাগে ॥ ফ্রেঞ্চ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্দণ্ডে হুকুম প্রচার করিয়া দিলেন ঐ জাহাজস্থ লোক দিগকে রীতি মত যত্ন করা হয় ॥ জাহাজস্থ লোকেরা জল পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল তজ্জন্য ফরাশীশরা তাহাদিগকে হাঁসপাতালে রাখিয়া মান্দ্রাজে তাহার দিগের আগমন বার্ত্তা দেন। আমার দিগের গবর্ণমেনট তাহাদের শুশ্রূষার জন্য ফ্রেঞ্চ দিগের যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা প্রত্যার্পন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সদাশয় ফরাশীশরা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন ॥

—রাজা আপ্পা রায় বাহাদুর নামীয় রাজ মন্দ্রীর এক জন জমিদার তত্রত্য পুলিশ ইনেস্পেকটর রিয়ারডন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং তাহাকে বলেন যে তাহার কনেষ্টবলরা তাহাকে তাড়ি প্রস্তুত করিতে দেয় না। এই বলিয়া তিনি রিয়ারডন সাহেবকে বলিলেন যে তিনি তিন শত টাকা লইয়া কনেষ্টেবল গণকে নিবারণ করুন ॥ এবং তখনি তাহাকে তিন শত টাকা দিলেন ॥ কিন্তু বাহাদুর মানুষ চিনিতে পারেন নাই ॥ সে এ বিষয় এজাহার দেওয়াতে উক্ত জমীদারের নামে সরকারী কর্ম্মচারীকে ঘুশ দেওয়া বাবদে এক চার্জ্জ আইল ॥ জমিদারের ছয় শত টাকা জরিমানা হইয়াছে. এবং তাহার গোমস্তা এ বিষয়ে সংলগ্ন থাকাতে তাহার ও এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে ॥

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কন্যার বিবাহের খরচ কমাইবার জন্য শিব প্রসাদ বাবু অতিশয় যত্ন করায় পাতিয়ালার মহারাজা বানারশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন ॥

—কাবুলে একটী স্ত্রীলোক পিস্তল দ্বারা তাহার স্বামী নষ্ট করে ॥ তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়রা তাহাকে মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতি দিগের নিকট ধরিয়া দেন ॥ তাহারা সেই মৃত ব্যক্তি যে স্থানে খুন হয় সে খানে স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যাইয়া নষ্ট করিয়াছে ॥

—ভারতবর্ষস্থ সৈন্য দিগের নিমিত্ত বোম্বাইতে যে সমুদয় নোনা মাংস আনিত হইয়াছিল তন্মধ্যে অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ খাদ্য দ্রব্য সমুদয় নষ্ট হইবার কারণ উহা টিনের পাত্রে রাখিয়া চারি পার্শে কাষ্ট দ্বারা আঁটিবার জন্য লোহার পেরেক মারা হইয়াছিল, কিন্তু পেরেক সকল কাষ্ট ও টিনের পাত্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থ আহারিয় দ্রব্য সমুদয় নষ্ট করিয়াছে ॥

—ত্রিবেলীতে ১৮৬৯ সালে তাম্ পুনী নদির পরস্থিত গোলাচানাম এবং অম্ব সমুদ্রম দুইটী পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই দুইটী পুল শুদ্ধ ঐ প্রদেশস্থ লোক দিগের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় ॥ বাণিজ্য কার্য্যের অসুবিধার দরুণ পুল সারিবার জন্য ত্রিবেলী তালুক হইতে ৩৩ সহস্র এবং অম্বসমুদ্র তালুক হইতে একুশ সহস্র টাকা চান্দা উঠিয়াছে ॥ তত্রত্য কালেক্টর বলিয়াছেন যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে পুল সারা হইবে ॥

—আগত আপ্রিল মাস হইতে চাবড়া ক্রনিকাল নামে আর এক খানি পত্রিকা বাহির হইবে ॥ এখানা সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বাহির হইবে ॥

—গত বর্ষে মধ্য প্রদেশে ছয় মাসের মধ্যে ৯৩টি ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্র শাবক, ২৩২টী পান্থার গোবাঘা এবং তাহার শাবক, ১১১টী ভল্লুক সমেত ছানা, এবং শাবক সহ ১২৮টি হায়েনা মারা পড়িয়াছে ॥ গবর্ণমেণ্টের ইহাতে ৪৪৫২ টাকা খরচ হইয়াছে ॥

—ষ্টেট সেক্রেটারি জানিতে চাহিয়াছেন যে রেলওএ কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত কতটী ইষ্টইণ্ডিয়ান ও গোরা মরিয়াছে ॥ ইহার উদ্দেশ্য কি বুঝা যায় না।

—মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যাঘ্র হননের নিমিত্ত সরকার হইতে ৩০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে উড়িষ্যায় পুনরায় লবণের কারবার সজীব হইতেছে ॥ লিবার পুল ও চেসাইয়ার এই কারবারটি একেবারে নষ্ট করিয়াছিল ॥

—বঙ্গবন্ধু বলেন, বেঙ্গাল টাইমস সম্পাদক কেম্প মহোদয়ের প্ররোচনায় ঢাকা কলেজ স্থিত ল ক্লাসের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক একটী ল ক্লাব হওয়ার প্রস্তাব হয়। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়কে প্রেসিডেণ্ট ও শ্রীযুক্ত কেম্প সাহেবকে বাইছ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত কেম্প সাহেব কোন কারণ বশতঃ বিরক্তি প্রকাশ করাতে এই প্রস্তাব কেবল বাক্যেই পর্য্যবেশিত হইবার উদ্যোগ হইয়াছে ॥ কেম্প সাহেবই অগ্রগন্য হইয়া সাধারণের নিকট হইতে চান্দা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিরুৎসাহ ও বিরক্তির ভাব দেখিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু প্রেসিডেণ্টীর পদ অস্বীকার করিয়াছেন। সভাগণ কেম্প সাহেবকে প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিয়া, ল ক্লাবটি সংস্থাপন করার প্রার্থনা করাতে, তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কেম্প সাহেব প্রস্তাব করিয়া ক্ষুদ্র কারণে তিনি নিজেই সদনুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইতেছেন। আমরা ভরসা করি কেম্প সাহেব উদারতাকে সম্মান করিয়া এই ক্লাবটি সংস্থাপনের উপায় অবলম্বন করিবেন ॥ দেশের উপকারই যাহার ব্রত তাহার নিষ্কাম ভাব ও ত্যাগ স্বীকারই সকল উন্নতির মূল ॥

প্রেরিত।

মহাশয় ॥

সম্প্রতি বুদ বুদ সব ডিবিজানের এলাকায় একটী ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে; বিবরণটী সাধারণের গোচর জন্য মহাশয়ের সুবিখ্যাত পত্রিকাতে সমর্পন করিতেছি পত্রস্থ করিয়া অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হইবেক ॥ বিবরণটী এই আদালতে এরূপ ব্যবহার আছে যে হাকিমেরা পরওয়ানার উপর এবং সমনের নিম্ন ভাগে মোহর ও দস্তখৎ করিয়া থাকেন। সমনে যে ফরম ব্যবহৃত হয় তাহার নিম্নে অনেক খানি সাদা কাগজ থাকে ॥ এই সুযোগে গুষকরা ষ্টেসনের সন্নিহিত গোওরা গ্রাম নিবাসী মনো মোহন মিত্র নামক এক ব্যক্তি বুদবুদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ নারায়ন সিংহ মহোদয়ের স্বাক্ষর ও মোহর যুক্ত এক খানি সমন সংগ্রহ করিয়া তাহার লিখিত ভাগটী কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, এবং ঐ মোহর দস্তখতের নিম্নে উক্ত মাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাহাকে যেন টেকসের দারোগাগিরি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এই ভাবে একটী পরওয়ানা প্রস্তুত করে ও আপনার অধীনে এক জন আমীন ও এক জন পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া পল্লী গ্রামের অনভিজ্ঞ লোক দিগের নিকট হইতে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সহিত ট্যাকস আদায় করিতে থাকে, এই দুরাত্মার অত্যাচারে লোকে যার পর নাই উৎপীড়িত হইয়া উঠে এবং চারিদিক হইতে হাহাকার শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্রমে এই বিষয়টী ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের শ্রুতি গোচর হইল ॥ তিনি যাহাতে ইনকম ট্যাকস সংগ্রহে অণু মাত্র অন্যায় না হয় এরূপ সাবধান হইয়া চলিতেছিলেন এবং লোকে ও এপর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যে কিছু মাত্র বিরাগ প্রকাশ করে নাই তবে কেন এরূপ হইতেছে ইহার কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন এবং ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়া তত্রত্য পুলিশ ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন ॥ তদনুসারে ইনস্পেকটর বাবু বিশেষ তৎপরতার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ কৌশল অনুসারে দুরাত্মাকে ধৃত করিয়া আনেন যে মহেশ বাবুর ন্যায় সুযোগ্য পুলিশ কর্ম্মচারী না হইলে এরূপ বদমাইসকে সহসা ধৃত করা সহজ ব্যাপার হইত না ॥ ইনস্পেকটর বাবু এত সহজে কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া ছিলেন যে আদেশ প্রাপ্তি ও তৎ প্রতিপালন যেন যুগপৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ॥ ইহাকেই কৌশল ও ইহাকেই কার্য্য দক্ষতা বলে ॥ গত ২৬ নবেম্বর দুরাত্মা ইষ্ট সাধনার্থ জাল মোহর দ্বারা ইনকম ট্যাকসের রেজেষ্টরী প্রভৃতি যে সকল কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল তৎ সমুদায় ও সংসৃষ্ট কর্ম্মচারী দিগের সহিত ধৃত হইয়া বুদবুদের কোর্টে আনীত হয় ॥ "উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তথাপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ" কিন্তু মোন মোহন উপায় মাত্র চিন্তা করিয়াছিল, অপায়টী একবারও ভাবে নাই ॥ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট মহোদয় প্রথম স্থলের করণীয় সমস্ত তদন্ত সমাধা করিয়া সহচর দিগের সহিত সুচতুর মনো মোহনকে বর্দ্ধমানের সেসন জজের বিচারাধীন অর্পন করেন ॥ গত ১৪ মার্চ্চ তারিখে সেসন আদালতের বিচারে মূল অপরাধী দুরাত্মা মন মোহনের নয় বৎসর ছয় মাস পরিশ্রমের সহিত দ্বীপান্তর প্রেরণ রূপে দণ্ডউক্ত হইয়াছে ॥ এবং তাহার কার্য্যদক্ষ আমীন কন্দর্প নারায়ণ সরকার পরিশ্রমের সহিত কারা বাসের দণ্ড লাভ করিয়াছে অবোধ পেয়াদাটী খালাস পাইয়াছে ॥ এই যথার্থ বিচারে অত্রত্য লোকেরা যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় ? তিন দিন বা তিন মাস অথবা তিন বৎসরের মধ্যে পুন্য পাপের ফলাফল ইহলোকেই হইয়া থাকে। এইযে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বাক্য আছে আমরা তাহার যাথার্থ্য হাতে হাতে দৃ-

ষ্টি গোচর করিলাম, আমরা যেমন দেখিলাম সর্ব্বত্রই এই রূপ। তথাপ যে দুরাত্মা দিগের চৈতন্যোদয় হয় না ইহার ন্যায় আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক আমরা আশা করি যেন এই ইনকম ট্যাকস রূপ বিসাল যজ্ঞে দুরাত্মা মনোমোহনই পূর্ণাহুতি হয়॥

বুদবুদ }
২৪ মার্চ্চ

মহাশয়, আমাদের মিউনিসিপেল সভা, আমাদের মিউনিসিপেল সভার কমিসনার দিগের কার্য্য কলাপ, আমাদের গোহাটীর পদে পদে উন্নতি; যাহাই স্মরণ করি, দুঃখের সীমা থাকে না, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। লোকে বলে কপাল, কপালই সত্য। কপালের দোষেই আমরা আসামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; নতুবা আমাদের বিলাতে জন্ম হইত, অগত্যা বাঙ্গালায়। চেয়ার ম্যান কিম্বা কমিশনর মহোদয় দিগের ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই হইবে, পরে থাক ার মর। আপিল কর, সর্ব্বনাশ; মেওর কর, করিতে থাক; আর নম্রশির হও, ক্ষতি স্বীকার। এখন কি করা কর্ত্তব্য? অনেকে এটা ওটা বলিয়া থাকে, কিন্তু আমি বলি, নম্রশির হও, নির্ব্বাক হও, কথায় বলে বোবার শত্রু নাই। চুপ কর, মঙ্গল হইবে বিধাতার নিয়ম॥

যাহা হউক, আমাদের গোহাটীর মিউনিসিপেল সভা হইতে কত দূর উপকার লাভ হয় তাহা একবার পাঠক বর্গকে অবগত করাইব, বড়ই কৌতূহল হইতেছে। অতএব বলি! "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" কমিশনর দিগের ইহা প্রথম নিয়ম। 'আগে আপন সুখ দেখ' দ্বিতীয় নিয়ম। 'উপকার উদ্দেশ্যে দৌরাত্ম্য কর, উপকার হউক আর না হউক' এটী নাকি তৃতীয় নিয়ম। আরও অনেক নিয়ম আছে, তাহা আপনাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। কমিশনর গণ একত্রিত হন, প্রস্তাব করিতে থাকেন, অমনি প্রস্তাবিত বিষয় গুলি কার্য্যে পরিণত হউক আদেশ করেন। নগরে ধূম ধাম, ওবরসিয়র বাবু অশ্ব পৃষ্ঠে চারিদিক দৌড়েন। সকলের মুখেই সাত পাঁচ শুনি। কর্ণ চরিতার্থ হয়। আশা করি কতই দেখব॥ ফলতঃ মনের আশা নেই থাকে।

এই গুলি ফণ্ড টাক আছে; নগরস্থ সমুদায় রাস্তা গুলিরই অবস্থা ভাল করা হইবে, আর রোগের আধার পুষ্করিণী গুলি খনন করা হইবে। কিন্তু পরে দেখিতে পাই, আমাদের প্রভুরা সর্ব্বদা যে রাস্তায় বেড়ান, যে রাস্তায় তাঁহাদের পবিত্র শরীর সন্ধ্যা সমীরণে সুশীতল হয়, কেবল সেই রাস্তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইল। যখন যাই তখনই দেখি দুই চারি জন কুলী সুন্দর নির্ম্মিত পরিষ্কৃত রাস্তাটিতেই দাঁড়াইয়া ঠুক ঠাক করিতেছে। রাত্রিতে বৃষ্টি হইল, রাস্তায় এক স্থানের সমস্তরালতা কথঞ্চিত নষ্ট হইল; প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি কতক গুলি কুলি মুদগর হস্তে দণ্ডায়মান। কিন্তু এক পা এ দিকে কিম্বা দিকে যাও, আশ্চর্য্য বৈপরিত্য। যত দূর বল দেখিবে, দুই পাশ্বে দুর্ব্বাদল, রৌদ্রে মৃতবৎ, বৃষ্টিতে তেজস্বী শ্যামল, শীত ও বসন্ত কালে মধ্যে ধুধু বালুরাশি, আর বর্ষা কালে কর্দ্দম। কাহার সাধ্য নিম্নে এক পা চলে! ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, নগরের মধ্যে দুই বার সকল বাসারই জঙ্গল গুলি মিউনিসিপেল কুলিরা কর্ত্তন করিয়া যাইবে, অর্থ, আমরা আহ্লাদ সহকারে টেকস দাও। যাহা হউক, বোধ হয় মিউনিসিপেল সভা হটাৎ দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। দরিদ্রই বা কেন? অনেক সাহেবের আবাস ও তৎ সম্মুখবর্ত্তি স্থান ত প্রায় প্রত্যহ পরিষ্কার হয়? তবে নাকি আমরা নেটিব, সুখর বলিয়া যুক্ত হওয়া, সুবিচারং বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা আমাদের অন্যায়। অবশ্য, পূর্ব্বে প্রভু আহার করিবেন, পরে থানাতে অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে, আমরা আহার করিব, অগ্রে প্রভুদের সুখ, পরে সুখের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য না হইলে অদৃষ্টে থাকে আমরাও ভোগ করিব। কিন্তু সেই রূপ অদৃষ্টও পৃথিবীতে সঙ্গে করিয়া আনি নাই। সম্পাদক মহাশয়, আমাদের কি এতই সহ্য করিতে হইবে? পরম কারুণিক বিধাতা কি আমাদের প্রতি এতই নিষ্ঠুর? প্রভুদের রাস্তাতে অনবরত ছয় মাস বৃষ্টি হইলেও কর্দ্দমের চিহ্ন মাত্র প্যাওয়া যায় না, একাদিক্রমে ছয় মাস প্রচণ্ড রৌদ্র হইলেও ধুলা কাহাকে বলে জানা যায় না। কিন্তু অন্যান্য যত গুলি রাস্তা আছে, সকল গুলিরই যার পর নাই শোচনীয় অবস্থা। সে দিন কোন এক দোকানে গিয়াছিলাম, ৫ মিনিটের অধিক আর তথায় বসিতে পারিলাম না, কাপড় খানা মুখে দিয়া দৌড়িয়া বাসায় পৌছিলাম। এরূপ অবস্থায় দোকানদার গণ কি রূপে সমুদায় দিন দোকানে থাকিতে পারে? আমরা সরল হৃদয়ে বলিতেছি, আমরা সমান অংশ ভোগ করিতে চাই না। প্রভুরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করুন, আমরা পিপাসায় অস্থির হইলে যেন, এক বিন্দু জল পাই, না পাইলেই ক্ষোভের বিষয়। আমরা ত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি, বিধাতা তাঁহাদের জন্যেই পৃথিবীতে সুখ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এরূপ প্রভু ভক্ত যে দায়গ্রস্থ হইলে আপন স্ত্রীটীও উপহার প্রদান করিতে অসম্মত নই। কিন্তু এত ক্লেশে পালিত প্রাণটা লইয়া টানাটানি করিলে উপায়?

নিয়ম আছে রাস্তার নিকটে অতি উচ্চ টাট্টি রাখ যায় না। অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু সম্পাদক প্রবর, বিবেচনা করুন, আপনার বাসাখানা রাস্তার কেবল নিকটবর্ত্তী, সঙ্গে পরিবারও আছে, সম্মুখে একটা বড় রকমের ঘরও প্রস্তুত করিয়া বৈঠকখানা করিয়াছেন, বাড়ীর মধ্যের বেড়াটা একটু দেখা যায়; হুকুম হইল "টাট্টিওতার,," ॥ প্রাতঃ কালে এই হুকুম, সন্ধ্যা কালে বাসায় আসিয়া শুনিতে হইল, আপনারা যত জন কর্ত্তা বাসায় আছেন, সকলেরই অর্থ দণ্ড হইয়াছে। যদি টাট্টির উপরে যেমন তেমন এক খানা চাল উটান, রক্ষা পান। প্রভুরা নিতান্ত সরল হৃদয় কিন—বুঝেন চালা থাকিলেই আর আঙ্গিনার মধ্যে কি বাসার চারিদিকে ময়লা হইবে না / মিউনিসিপেল গাড়িতে আবর্জ্জনা লইয়া যাইবে, এই ভরসায় যদি রাস্তার নিকটে তাহা রাখিয়া যাই, অমনি জরিমানা হয়। ইহাতে আমাদেরও কিছু ব্যাদবী আছে, স্বীকার করি। কারণ, আবর্জ্জনা গুলি হঠাৎ সাহেব মহোদয় দিগের দৃষ্টিতে পতিত হইলে, হয় তাহাদের বমন করিতে হইবে, নতুবা ওলাউঠা আসিয়া অমনি ভীষণাস্য তাহাদের প্রকাণ্ড শরীর কবলিত করিবে। এক ব্যক্তির রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী এক খানা ঘর পরিষ্কৃত করাতে দুই এক বিন্দু জল নরদামাতে পতিত হয়, এই জন্য তাহার কাছারিতে যাওয়া হইল। ওদিকেত কথাই নাই; যে খানে সাহেবরা পদার্পণ করেন না, সেখান দিয়া কখনই ভদ্র লোক যাতায়াত করিতে পারেন; দুর্গন্ধে উদর স্ফীত হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি, সহস্র ইত্যাদি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, বড় নগর হইতে বড় সাহেব মফস্বলে আগমন করিলে প্রজাদের সর্ব্বনাশ। গবর্ণমেণ্ট ষ্টিমরে কয়লা উঠাইতে হইবে; এক ঘণ্টার মধ্যেই কথক গুলি কুলি চাই; অথচ আসামে কোন নগর মধ্যে দুই চারি জন কুলি পাওয়াও কঠিন ব্যাপার। তার? পাঠক, ভাবিও না, উপায় অনেক আছে, উপায়ের অন্ত কি? নগরের এক জন বড় সাহেব কোন এক কুলি যোগাড় কারী ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন "এখনই এক শত কুলি দাও"। উক্ত ব্যক্তির মস্তক ঘূরিয়া গেল, মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, ভদ্র লোক হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কি উত্তর দিবেন? যাহা হউক আমতা আমতা গোছায় কি এক উত্তর দিলেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন না, কুলি দিতেই হইবে। শুষ্ক লোক কি করেন? রাস্তার লোক ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক, তুমি কি বাঙ্গালী? যদি বাঙ্গালী হও, নবমী পূজা দেখিয়াছ; বলির সময় পাঠা গুলির যেমন চেহারা হয়? কেমন ভাব ভঙ্গি? সমস্ত লোক গুলিরও সেই রূপ অবস্থা হইল। অনেকে ক্রন্দন করিতে লাগিল॥ শ্মশান কালীর মত উল্লিখিত ভদ্র লোক যাহার দিকে দৃষ্টি পাত করেন, তাহারই অমঙ্গল। যম দূত স্বরূপ প্যাদার যাহাকে পায় ঘাড়ে ধরিয়া অমনি লইয়া চলিল। এরূপ ভাবে এক খানা ঘর সম্পূর্ণ করিল। এমন সময়, মহাশয়, আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম; কাণ্ডটা দেখিয়া ভাবিলাম, ঘরে ফিরিয়া যাই, কি জানি আমাকেইবা কয়লার ভার বহন করিতে হয়। যথার্থই মহাশয়, যে দিন তথায় যে রূপ দেখিলাম, প্রাণটা শুষ্ক হইয়া গেল, সাত পাঁচ ভাবিয়া বাড়ী আসিয়া একেবারে পরীবার প্রকোষ্ঠে যাইয়া বলিলাম॥ কতকক্ষণ তথাপিও প্রাণটা যেন ধুক ধুক করিতে লাগিল। আহা! সেদিন যে কত লোকে কত ক্ষতি হইয়াছে, বলিতে পারিনা। ধৃত লোক দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকে পুরগণার লোক মোকদ্দমার জন্য এখানে আসিয়াছিল। উহাদের মধ্যে দু চারি জন ব্রাহ্মণ থাকাও আশ্চর্য্য নহে; কারণ আসামে ভদ্র অভদ্র বাছিয়া লওয়া বড় দুসাধ্য।

গোহাটী }
৩১শে জানুয়ারি } বশম্বদ
১৮৭১ }

পত্র প্রেরকের প্রতি।

—শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র দেব শর্ম্মা—আপনার পদ্যটী মন্দ হয় নাই, বিশেষ আপনার এই প্রথম উদ্যম, আপনি পদ্য লিখিতে থাকুন পরিনামে সুকবি হইতে পারিবেন। আমরা পদ্য প্রায় ছাপাই না।

—এক জন পাঠক॥ আপনি পত্র খানা পত্রিকায় প্রকাশ জন্যে পাঠাইয়াছেন কি আমাদিগকে দেখিতে পাঠাইয়াছেন ঠীক জানিতে পারিলাম না॥ পত্র খানি না প্রকাশ করাই ভাল॥ আপনি আমাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন ইহাতে ধন্য বাদ, কিন্তু এরূপ পত্র প্রকাশ করিতে আমাদের স্বভাবত লজ্জা হয়॥

—রজনী কান্ত বন্দোপাধ্যায়, ভাল খড়ি। আপনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে লোকের মনোরঞ্জন করিবে না, পাড়া গেঁয়ে সাচ্চা আদমি, জামাল পুর, সুলভ সমাচারের সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের স্থান বড় কম।

—মিত্র লাল গোস্বামী—কৃষ্ণ নগরের কলেজের কোন এক পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। আপনাকে আমরা চিনি না।

—শ্রী—মুঙ্গের যে বিবিধটী লিখিয়াছেন তাহা পড়িতে পারা গেল না।

—অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসু, বরাহ নগরের শশি পদ বাবুকে উপলক্ষ করিয়া একটী পদ্য লিখিয়াছেন; আমরা পদ্য প্রায় ছাপাই না।

—শ্রীঅন্নদা চরণ মুখোপাধ্যায়, পদ্য আমরা প্রায় ছাপাই না।

—যে সমুদায় মহাশয়েরা ইংরাজিতে প্রেরিত পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই নিবেদন ইংরাজিতে আমরা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করি না করি সে বিষয় আমরা অদ্যাপী সাব্যস্ত করিতে পারি নাই। যাহা করি সত্বর তাহারা টের পাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

প্রত্যাহিক সম্বাদ।

এই প্রত্রিকা প্রতি প্রত্যূষে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইংরাজী দৈনিক সম্বাদ পত্র যেরূপ বিষয় লখিত হয় ইহা ও সেই প্রণালীতে সম্পাদত।

মূল্য	মাসিক	বার্ষিক
কলিকাতার জন্য	৷৷০	৬৲
মফস্বলে সপ্তাহে দুই বার পাঠাইলে	১৲	১১৲
প্রতি দিন একত্রে ছয় খণ্ড পাঠাইলে, প্রতি খণ্ড	৵১০	৮৷৷০
১২ খণ্ড ঐ রূপে পাঠাইলে, প্রতি খণ্ড	৷৷৵৫	৬৵০

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মূল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাবার্থ প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম ৬৲ টাকা ডাক মাশুল ৸ আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহ হইবে। ইতি

বহরম পুর সত্যরত্ন যন্ত্র } শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
BEING ACT XXV OF 1861
AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE RS. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied bya oimrttance to Babu Peary Churn Sircar.

Bunco Bihari Mitra,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসা নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর
মামারক কাটি

বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল।

ধাত্রী শিক্ষা, শরীর পালন প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আগামী ১২৭৮, ১লা বৈশাখ হইতে "বেঙ্গলি মেডিকাল জর্নল„ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ„ নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে॥ ইহার অগ্রিম বার্ষিক স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম এবং ঠিকানা সমেত মূল্য প্রেরণ করিলে নিয়মমত পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন॥

শ্রীছকুলাল সরকার
আখন বাজার চুঁচুড়া

মৎ প্রণীত " ভুগোল বিদ্যাসার " নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মূল্য ৶ আনা মাত্র।

বানীপুর জগু বাবুর বাজার
মুলতান মিস্ত্রীর বারিক
৭ ই জানুয়ারি ১৮৭০। } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ঔষধ

আমার নিকট অবধৌতিক এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নিম্ন স্বাক্ষরকারি নিকট নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবন॥ ঔষধ একটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গ্রহিণী রোগের ঔষধ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১টাকা
প্রমেহের পীড়ার তৈল বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কবিরাজ

শান্তিপুর। বেজপাড়া

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় অলাচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য তু নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি সুব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ৫টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অমৃতবাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রিক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোকে দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি রনব সম্ভবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইতেছে। মূল্য এক টাকা মাত্র ককাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বা[illegible] চন্দ্র নারাণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যাদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥

উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
মৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এ
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিক

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দিন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠ

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৬ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা

ষান্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।৷০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাক

ষান্মাসিক	৪৷৷০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার

চতর্থ ত ততোধিকবার

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অ[illegible]হনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র দ্বারাপ্রাকাশিত॥